গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
জনসংখ্যা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mefwd.gov.bd

'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি' (পুনর্গঠিত) এর ০৭/১০/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় সভার কার্যবিবরণী

তারিখ ও সময় : ০৭/১০/২০২০, বুধবার, বিকাল ৪.৩০টা
স্থান : ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম (জুম মিটিং)
সভাপতি : জনাব জাহিদ মালেক এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান, জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি

সভায় উপস্থিতির তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি' (পুনর্গঠিত)-র ২য় সভা গত ০৭/১০/২০২০ তারিখ, বিকাল ৪.৩০ টায় ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে (জুম মিটিং) অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি'-র চেয়ারম্যান জনাব জাহিদ মালেক এমপি সভায় সভাপতিত্ব করেন।

২. সভার শুরুতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মো: আলী নূর সভার সভাপতি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সভায় সংযুক্ত অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানান। অত:পর সভাপতি মহোদয় সূচনা বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

৩. সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে সভাপতি সকলকে সংক্ষেপে অবহিত করেন। দেশের জনসংখ্যাকে যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কাজ করছে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার বজায় রাখা সঠিক কী না বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার আরও হ্রাস করতে হলে তা কোন পর্যায়ে উপনীত করা দেশের জন্য যৌক্তিক হবে সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি দেশের স্বাস্থ্য সেবার অগ্রগতিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। দেশে অসংক্রামক রোগব্যাধির বিস্তার ঘটছে উল্লেখ করে এবিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। অত:পর সভাপতি মহোদয় সভার কার্যপত্র এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা পরিচালনা করার জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিবকে অনুরোধ করেন। সচিব সভার আলোচ্যসূচি এবং কার্যপত্রের আলোকে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন) এবং 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি'র সদস্য-সচিব জনাব নীতিশ চন্দ্র সরকার-কে অনুরোধ করেন। অত:পর কমিটির সদস্য-সচিব সভার আলোচ্যসূচির বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে, সভার আলোচ্যসূচির মধ্যে অন্যতম আলোচ্যসূচি হলো বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্য বিষয় চূড়ান্ত করা। অত:পর তিনি সভার কার্যপত্র অনুযায়ী একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন।

৪. আলোচনা

৪.১ জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিব সভায় কার্যপত্রে বর্ণিত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রতিটি বিষয় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তাঁদের সুচিন্তিত ও মূল্যবান মতামত/পরামর্শ প্রদান করেন।

৪.২ সভার ১ম আলোচ্যসূচি 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি'র বিগত সভার (০১/০৭/২০২০) কার্যবিবরণী অনুমোদন' প্রসংগে সভায় কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয় । সভায় উপস্থিত সদস্যগণ উক্ত কার্যবিবরণী অনুমোদনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪.৩ সভার ২য় আলোচ্যসূচি 'জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি'র বিগত সভার (০১/০৭/২০২০) সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা' বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে এবিষয়ক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ উক্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৪.৪ সভার ৩য় আলোচ্যসূচি 'বিদ্যমান জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ (পুনর্গঠিত) এর ১ম সভার জন্য এজেন্ডা নির্ধারণ ও আলোচনা' প্রসংগে সভায় মতবিনিময় করা হয়।

৪.৫ বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার জন্য সম্ভাব্য আলোচ্যসূচি হিসেবে নিম্নবর্ণিত আলোচ্য বিষয় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব করা হয়:

<u>আলোচ্য বিষয়-১:</u> 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' এর সর্বশেষ সভার (০২.০৯.২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত) গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

<u>আলোচ্য বিষয়-২:</u> দেশে পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ উপস্থাপন।

<u>আলোচ্য বিষয়-৩:</u> জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কার্যকর অংশীদারিত্ব।

<u>আলোচ্য বিষয়-৪:</u> ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মান উন্নয়নের মাধ্যমে সেবাদান জোরদারকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে রূপান্তর এবং যে সকল ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নেই সেসকল ইউনিয়নে মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব

<u>আলোচ্য বিষয়-৫:</u> ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত মিডওয়াইফারী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদেরকে মিডওয়াইফারী বিষয়ে প্রয়োজনীয় মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

<u>আলোচ্য বিষয়-৬:</u> দেশের সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহে ওয়ার্ডভিত্তিক "পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র" স্থাপনপূর্বক পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদারকরণ।

<u>আলোচ্য বিষয়-৭:</u> ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, মুসলিম নিকাহ রেজিস্ট্রার সমিতি ইত্যাদি) দায়িত্বশীল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ রোধসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্দেশনা বা উপদেশ প্রদান সংক্রান্ত।

<u>আলোচ্য বিষয়-৮:</u> বাল্যবিবাহ রোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে মা-বাবা ও পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচির আওতায় আনা।

<u>আলোচ্য বিষয়-৯:</u> বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য সুবিধাসহ পরিবার কল্যাণমূলক সেবা প্রদান।

<u>আলোচ্য বিষয়-১০:</u> দেশের সকল টেলিভিশন চ্যানেলসমূহে পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমের উপর বিজ্ঞাপন/তথ্যচিত্র প্রচার।

আলোচ্য বিষয়-১১: বিবিধ।

৪.৬ সভায় উপস্থিত সদস্যগণ বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার জন্য উপস্থাপিত সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয়সমূহের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ ক'রে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন।

৪.৭ সভায় উপস্থিত সদস্যগণ বিস্তারিত আলোচনার পর বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচিতে প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়-১ ও ২ কে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪.৮ বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর ১ম সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়-৩ এর ক্ষেত্রে আলোচনায় অংশ নিয়ে পপুলেশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ওবায়দুর রব জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: নূরুল ইসলাম, পি.এইচ.ডি.আলোচনায় অংশ নিয়ে জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জন সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয়কে সমর্থন করেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ আলোচ্য বিষয়-৩-কে বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন।

৪.৯ সভায় উপস্থিত সদস্যগণ বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচিতে প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়-৪-কে অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা রয়েছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। তবে বিদ্যমান ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্রকে মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পদ সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে বিধায় আর্থিক ব্যয় বিবেচনায় বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক জনবল কাঠামোর প্রস্তাব করার পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়। এবিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জনাব মো: কামাল হোসেন বলেন যে, দেশের সকল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল কেন্দ্রে রূপান্তর করতে হলে বিপুল সংখ্যক পদ সৃজন করতে হবে এবং এতে সরকারের আর্থিক ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে। তাই যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত জনবল কাঠামো প্রণয়ন করার পক্ষে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নূরুন নবী বলেন যে, 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি'র বিগত সভায় এবিষয়টি 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' এর সভার এজেন্ডাতে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, উক্ত সভায় মডেল কেন্দ্রের জন্য প্রস্তাবিত জনবলের বিপরীতে সংশোধিত জনবল কাঠামোর প্রস্তাব করা যেতে পারে মর্মে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিল। তাই মডেল কেন্দ্রের জন্য সংশোধিত জনবল কাঠামোসহ আলোচ্য বিষয়-৪ জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের ১ম সভার এজেন্ডাতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। পপুলেশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ওবায়দুর রব আলোচ্য বিষয়-৪ জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের ১ম সভার এজেন্ডাতে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

৪.১০ আলোচনায় অংশ নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনাব জাহিদ মালেক এমপি বলেন যে, বিদ্যমান ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল কেন্দ্রে রূপান্তরের করার প্রস্তাবটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। তবে এক্ষেত্রে বর্তমানের চেয়ে অতিরিক্ত পদ সৃজনের দরকার হবে, যার ব্যয়ভার বহন করা সরকারের পক্ষে কষ্টসাধ্য। তাই যেসকল পদ অত্যবশ্যকীয় শুধুমাত্র সেসকল পদ সম্বলিত জনবল কাঠামো প্রণয়ন করা যেতে পারে। তিনি বিদ্যমান কেন্দ্রসমূহ শক্তিশালীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। মডেল কেন্দ্রের জনবল কাঠামোর ক্ষেত্রে সভায় প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোর বিপরীতে তিনি 'ফার্মাসিস্ট', 'কাউন্সিলর' এবং 'ওয়ার্ডবয়' পদসমূহ বাদ দেয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন এবং সংশোধিত জনবল কাঠামো প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন যে, সরকারি এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) উভয়ের কর্মীবাহিনী দ্বারা মডেল কেন্দ্র পরিচালনা করা বাস্তবসম্মত নয়, কেননা সরকারি সিস্টেমে কাজ করা বেসরকারি সিস্টেম থেকে ভিন্ন। আলোচনায় অংশ নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ডা. দীপু মনি এমপি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক/পর্যায়ক্রমে উন্নীতকরণ তথা মডেল কেন্দ্রে পরিণত করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। মডেল কেন্দ্রে প্রচুর জনবল লাগবে উল্লেখ করে তিনি সরকারি এবং এনজিও উভয়ের কর্মীবাহিনীর সহায়তায় কেন্দ্র পরিচালনা করা যায় কীনা তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মো: আলী নূর পর্যায়ক্রমে বিদ্যমান কেন্দ্রসমূহকে মডেল কেন্দ্রে রূপান্তর করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এর মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা বলেন যে, বিদ্যমান কেন্দ্রসমূহকে পর্যায়ক্রমে মডেল কেন্দ্রে রূপান্তর করা যেতে পারে। মডেল কেন্দ্রের একটি আদর্শ জনবল কাঠামো গঠনপূর্বক অনুমোদন করা যেতে পারে। কিছু স্থায়ী কর্মচারী এবং কিছু আউট

সোর্সিং কর্মচারীর মাধ্যমে মডেল কেন্দ্র পরিচালনা করা যেতে পারে। বছর ভিত্তিক কতটি কেন্দ্রকে মডেল কেন্দ্রে রূপান্তর করা হবে তার পরিকল্পনা করা যেতে পারে ।

৪.১১ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচিতে প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়-৪-কে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে উপস্থিত সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করেন। তবে মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের জন্য সভায় উপস্থাপিত জনবল কাঠামো সংশোধনপূর্বক অত্যাবশ্যকীয় পদ নিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট পরিসরে সংশোধিত জনবল ('ফার্মাসিস্ট', 'কাউন্সিলর' এবং 'ওয়ার্ডবয়' পদ বাদ দিয়ে এবং প্রয়োজনে অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে সংখ্যা পুন:নির্ধারণ করে) কাঠামোর প্রস্তাব করা যেতে পারে মর্মে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৪.১২ বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়-৫ প্রসংগে আলোচনায় অংশ নিয়ে অবসটেট্রিক্যাল এন্ড গাইনিকোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ (ওজিএসবি) এর প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক রওশন আরা বেগম বলেন যে, বাংলাদেশে ২২০০০ মিডওয়াইফ এর প্রয়োজন রয়েছে। মিডওয়াইফ প্রটোকল অনুযায়ী ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশে ২২০০০ মিডওয়াইফ পাওয়া যাবে। দেশে মিডওয়াইফ তৈরী করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত দেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আলোচনায় অংশ নিয়ে মিডওয়াইফারি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন রয়েছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। পপুলেশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ওবায়দুর রব বলেন যে, বর্তমানে প্রতি বছর ২৮ লক্ষ শিশু জন্ম নেয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি যখন স্থিতিশীল পর্যায়ে উপনীত হবে তখন বছরে শিশু জন্ম সংখ্যা হবে ১৮ লক্ষ। এপ্রেক্ষাপটে আমাদের ২২০০০ অথবা তার চেয়ে কম সংখ্যক মিডওয়াইফ প্রয়োজন। পর্যালোচনাপূর্বক তা পুন:নির্ধারণ করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনায় উপস্থিত সদস্যগণ প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়-৫-কে বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

৪.১৩ বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়-৬ প্রসংগে আলোচনায় অংশ নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেন যে, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহের পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট সক্ষমতা নেই। তিনি আরও বলেন যে, শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের দায়িত্ব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারে থাকা উচিত। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রস্তাব রাখেন যে, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কীভাবে অধিকতর কার্যকরভাবে প্রদান করা যায় সেবিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক একত্রে বসে আলোচনা করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে এবিষয়ে তাঁর দিক নির্দেশনা নেয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মো: নূর আলী আলোচনায় অংশ নিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবকে সমর্থন করে তাঁকে ধন্যবাদ দেন। এছাড়া তিনি সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহে পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদান করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা আইন সংশোধন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এপ্রসংগে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, কার্যকর পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহে ওয়ার্ডভিত্তিক পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সাথে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা যেতে পারে।

৪.১৪ এ পর্যায়ে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কলাণ মন্ত্রী বলেন যে, সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের জন্য সিটি কর্পোরেশনের কোনও সুনির্দিষ্ট কাঠামো নেই, তাদের নিজস্ব কোনও জনবল নেই। এনজিও-র সহায়তায় প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিয়ে আসছে যা অপ্রতুল এবং গুণগতমানের দিক থেকে আশাব্যঞ্জক নয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো: আবদুল মান্নান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহে কার্যকর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান নিশ্চিতকল্পে মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আলোচনা এবং পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা

চাওয়ার যে প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় দিয়েছেন তাঁর প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহে সুষ্ঠু ও কার্যকর পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৪.১৫ আলোচনায় অংশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নূরুন নবী শহর এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এপ্রসংগে বলেন যে, বর্তমান বাস্তবতায় সিটি কর্পোরেশন এর পক্ষ হতে প্রত্যাশিত মাত্রায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। কেননা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সিটি কর্পোরেশনের এখতিয়ারে রেখে যখন সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয় তখন শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা ছিল ২.৫% কিন্তু বর্তমানে এ সংখ্যা ৩৫-৪০%। তিনি আরও বলেন যে, সিটি কর্পোরেশনের সভায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রতিনিধির যোগদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে উল্লেখ করে এবিষয়ে ব্যবস্থা নিতে স্থানীয় সরকার বিভাগকে পত্র প্রেরণের বিষয়ে নির্বাহী কমিটির গত সভায় আলোচনা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব দীপক চক্রবর্তী সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহে কার্যকর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার বিভিন্ন সভায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের উপর জোর দেন। তিনি আরও বলেন যে, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সেবা প্রদান বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর প্রস্তাবের বিষয়টি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে অবহিত করবেন।

৪.১৬ বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়-৬ কে বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর ১ম সভার আলোচ্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে উপস্থিত সকল সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন। সেই সাথে সিটি কর্পোরেশনের সভায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগকে পত্র প্রেরণের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

৪.১৭ বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়-৭ এবং আলোচ্য বিষয়-৮ প্রসংগে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বাল্যবিবাহ রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এপ্রসংগে উল্লেখ করেন যে, বাল্যবিবাহ রোধ বা হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি আরও বলেন যে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে পড়ানোর সাথে জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট কাজীসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। বাল্যবিবাহ রোধসহ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতামূলক কাজে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে যা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ রোধ, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সঠিক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নারী ও শিশুদের বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিতসহ তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

৪.১৮ আলোচনায় অংশ নিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, বাল্যবিবাহ রোধকল্পে স্থানীয় সরকার বিভাগের ব্যাপক অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জনসংখ্যার ডাটাবেইস ডিজিটালাইজেশন করা হলে এবিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হবে। বাল্যবিবাহ রোধে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের উদ্যোগ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কার্যকর ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ ফল এনে দিতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বাল্যবিবাহ রোধে আগামী ৬ মাসের জন্য ক্র্যাশ প্রোগ্রাম (Crash Program) নেয়ার প্রস্তাব রাখেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউনিয়ন পর্যায়সহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে কীনা তা পরিবীক্ষণ করতে পারেন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নূরুন নবী বাল্যবিবাহ রোধকল্পে সচেতনতামূলক শ্লোগান তৈরি এবং প্রচারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মো: আলী নূর এপ্রসংগে উল্লেখ করেন যে, বাল্যবিবাহ রোধকল্পে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ হতে সচেতনতামূলক সামগ্রী তৈরি করে তা বিতরণ করা হচ্ছে।

৪.১৯ সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বিদ্যমান 'জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচিতে প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়-৭ এবং আলোচ্য বিষয়-৮ কে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে উপস্থিত সদস্যগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪.২০ বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচি হিসেবে প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়-৯ প্রসংগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন অধ্যাপক ড, এ. কে. এম. নূরুন নবী বলেন যে, আমাদেরকে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর কল্যাণের উপর জোর দিতে হবে। তিনি এ প্রসংগে চাকরির অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধিসহ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর উপর গুরুত্বারোপ করেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁদের জ্ঞান, মেধা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাকে দেশ ও জাতির উন্নয়নের কাজে লাগানো প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। বিভিন্ন কর্মকান্ডে তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নের ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র প্রদান নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। নিপোর্ট এর মহাপরিচালক উল্লেখ করেন যে, বয়স্ক জনগোষ্ঠীর উপর নিপোর্ট কর্তৃক স্টাডি /জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে এ স্টাডি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪.২১ বিস্তারিত আলোচনা ও বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচিতে প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়-৯ -কে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে উপস্থিত সদস্যগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪.২২. আলোচনায় অংশ নিয়ে উপস্থিত সদস্যগণ বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচিতে প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়-১০ কে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন।

৫. <u>সিদ্ধান্ত</u>

সভার বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৫.১ 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি'র সভার (০১/০৭/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত) কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়।

৫.২. বিদ্যমান 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' (পুনর্গঠিত) এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচিতে নিম্নবর্ণিত আলোচ্য বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়:

<u>আলোচ্য বিষয়-১:</u>	'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' এর সর্বশেষ সভার (০২.০৯.২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত) গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
<u>আলোচ্য বিষয়-২:</u>	দেশে পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ উপস্থাপন।
<u>আলোচ্য বিষয়-৩:</u>	জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কার্যকর অংশীদারিত্ব।
<u>আলোচ্য বিষয়-৪:</u>	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মান উন্নয়নের মাধ্যমে সেবাদান জোরদারকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে পর্যায়ক্রমে মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে রূপান্তর এবং যে সকল ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নেই সেসকল ইউনিয়নে মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব।
<u>আলোচ্য বিষয়-৫:</u>	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত মিডওয়াইফারী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদেরকে মিডওয়াইফারি বিষয়ে প্রয়োজনীয় মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ।

আলোচ্য বিষয়-৬: দেশের সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহে ওয়ার্ডভিত্তিক "পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র" স্থাপনপূর্বক পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদারকরণ।

আলোচ্য বিষয়-৭: ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, মুসলিম নিকাহ রেজিষ্ট্রার সমিতি ইত্যাদি) দায়িত্বশীল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ রোধসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্দেশনা বা উপদেশ প্রদান সংক্রান্ত।

আলোচ্য বিষয়-৮: বাল্যবিবাহ রোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে মা-বাবা ও পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচির আওতায় আনা।

আলোচ্য বিষয়-৯: বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য সুবিধাসহ পরিবার কল্যাণমূলক সেবা প্রদান।

আলোচ্য বিষয়-১০: দেশের সকল টেলিভিশন চ্যানেলসমূহে পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমের উপর বিজ্ঞাপন/তথ্যচিত্র প্রচার।

আলোচ্য বিষয়-১১: বিবিধ ।

৫.৩ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের সভায় যোগদানের জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধির তালিকায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সাথে সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয়ের বিদ্যমান ঘাটতি দূরকল্পে সিটি কর্পোরেশনের সভায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রতিনিধির যোগদানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে ।

৫.৪ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের মাঝে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভায় স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় একত্রে আলোচনা করবেন এবং পরবর্তীতে এবিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা গ্রহণ করবেন ।

৬. আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

২৮-১০-২০২০

(জাহিদ মালেক এমপি)
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
জনসংখ্যা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mefwd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৯.০০.০০০০.১১৪.০৬.০০৪.১৮.১১৭

তারিখ: ১৩ কার্তিক ১৪২৭ / ২৯ অক্টোবর ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬। সদস্য (সচিব), আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা
৭। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০
১৬। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা
১৭। মহাপরিচালক, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৩/১, শেখ সাহেব বাজার রোড, আজিমপুর, ঢাকা
১৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা
১৯। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
২০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা
২১। সভাপতি, বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি
২২। প্রফেসর ড. আবুল বারকাত, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, হাউজ #০৫, রোড #০৮, মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
২৩। ড. শেখ নাজমুল হুদা, কান্ট্রি প্রজেক্ট ম্যানেজার, ফিস্টুলা কেয়ার প্লাস প্রজেক্ট, এনজেন্ডার হেলথ বাংলাদেশ, কনকর্ড রয়েল কোর্ট (৬ষ্ঠ তলা), বাড়ী নং-৪০, সড়ক নং-১৬ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা
২৪। ড. ওবায়দুর রব, কান্ট্রি ডিরেক্টর, পপুলেশন কাউন্সিল অফিস, বাংলাদেশ, বাড়ি নং-২১, সড়ক নং-১১৮, গুলশান-১, ঢাকা
২৫। জনাব মো: মাসুদুর রহমান, সভাপতি, ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এফপিএবি)), ২, নয়াপল্টন, ঢাকা
২৬। প্রফেসর রওশন আরা বেগম, সাবেক সভাপতি, অবসটেট্রিক্যাল এন্ড গাইনীকোলজীক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ
২৭। প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নূরুন নবী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব পপুলেশন সাইন্সেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮। প্রফেসর ড. কাওসার আফসানা, প্রফেসর, জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ (JPGSPH), ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (প্রাক্তন পরিচালক, হেলথ, নিউট্রিশন এন্ড পপুলেশন, ব্রাক, ৭৫, মহাখালী, ঢাকা)
২৯। মিসেস মুসতারি খান, নির্বাহী পরিচালক, কনসার্নড উইমেন ফর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট, প্লট#১৬-১৮, ব্লক#ই, রোড#১, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা
৩০। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৩৩। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা (কার্যবিবরণীটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৩৪। অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৩৫। যুগ্মসচিব (জনসংখ্যা অধিশাখা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২১/১০/২০২০

(এস, এম, আহসানুল আজিজ)
উপসচিব
টেলিফোন: ৯৫৪৬০৪৬
ই-মেইল: population1@mefwd.gov.bd